মাল্টিমিডিয়া ডিজাইনার ডিজিটাল শামীম

অনেক নামীদামী কোম্পানীইর, বিশেষ করে যারা মাল্টিমিডিয়া সিডি বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করেন, তাদের সিডির অথোরিংয়ের দায়িত্বে যে ব্যক্তিটি রয়েছেন, আইটি সেক্টরের অন্যান্য প্রফেশনালদের মতই তিনিও বয়সে নবীন। শামীম আহমেদ নামের এই তরুণটি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত লাজুক ও কম কথার মানুষ।
বন্ধুমহলে ডিজিটাল শামীম নামে পরিচিত শামীম আহমেদ এসএসসি পাস করেছিলেন ১৯৮৯ সালে ভৈরব রেলওয়ে হাইস্কুল থেকে। পরবর্তীতে তেজগাঁও কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৯৩ সালে ঐ একই কলেজ থেকে বিকম পাস করার পর তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। মূলত ডিগ্রী অর্জন করার সময়ই সৃজনশীল কোন মাধ্যমের সাথে জড়িত হবার ইচ্ছা তার মধ্যে কাজ করে। এবং সেসময় তিনি চাকুরীরত অবস্থাতেই প্রথম কম্পিউটার শিখতে শুরু করেন।
প্রাথমিক অবস্থায় ধারণা না থাকার কারণে তিনি উপস্থিত হন একটি ডিটিপির কোর্সে। পরবর্তীতে তিনি এই কোর্সটি করতে করতে উপলব্ধি করেন তার জন্য কোন বিষয়টি জরুরী। ডিটিপির কোর্সটি সম্পন্ন করে তিনি শুরু করেন মাল্টিমিডিয়ার কোর্স। এ সময় গ্রাফিক্স, ভিডিও এডিটিং, থ্রিডি এনিমেশন এবং মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের তিনি তার প্রাথমিক ধারণা ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেন। কোর্স শেষ করার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি কোরিয়ান কোম্পানী বেষ্ট এন্ড ফার্স্ট-এ ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন এবং সবশেষে বর্তমানে চীফ এডিটর হিসেবে কর্মরত আছেন পান্থপথস্থ কম্পিউটার সিটিতে। মূলত গ্রাফিক্সের কাজের গন্ডি পেরিয়ে প্রকৃত অর্থে মাল্টিমিডিয়া যাকে বলা যায়-সেই মাল্টিমিডিয়ার কাজগুলো তিনি এখানেই শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক পণ্যের মধ্যে রয়েছে জনপ্রিয় মাসিক কম্পিউটার টুমরোর ইন্টারএকটিভ সিডির অথোরিং,-এবং এখনও তিনিই এটির ডিজাইন করছেন প্রতিমাসে। এছাড়াও ডিজিটাল বিনোদনের প্রথম থেকেই তিনি প্রোগ্রামার ও ডেভেলপার হিসেবে কাজ করেছেন। দেশের প্রথম ডিজিটাল ম্যাগাজিন আইটি কম এবং আইকন বিনোদনের বিভিন সংখ্যাতেও অনিয়মতিভাবে তার ছোঁয়া পড়েছে বেশ কয়েকবার। এছাড়া লিবার্টি সুজের টিভি এ্যাড ছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানীর জন্য ভিডিও এডিটিং করেছেন তিনি। কল্লোল ফটোগ্রাফীর সাথে যৌথ উদ্যোগে করেছেন বেশ কিছু ডকুমেন্টারী। এমনকি অনেক সময় ডিস ব্যবসায়ীরা তাদের বিভিন্ন ভিডিও চ্যানেলে যেসব বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করেন, তার কিছু বিজ্ঞাপনও তিনি তৈরি করেছেন। ডিজিটাল কোম্পানী প্রোফাইলও তৈরি করেছেন বেশ কয়েকটি। এই মুহূর্তে তিনি ব্যাবিলন গ্রুপের প্রোফাইল তৈরিতে ব্যস্ত।

সফল উদ্যোক্তা

শামীমের তৈরী বাংলাদেশ বিষয়ক মাল্টিমিডিয়া সিডি

নিজস্ব উদ্যোগে নিজের কোম্পানীর পক্ষে তৈরি করেছেন 'বাংলাদেশ ও ইতিকথা' শীর্ষক একটি ইন্টার্যাক্টিভ সিডি।
গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, থ্রিডি টাইটেল এনিমেশন, সিডি অথোরিং, ডিজিটাল কনভার্টিং ও এডিটিং অর্থাৎ মাল্টিমিডিয়ার সবগুলো শাখাতেই একজন প্রফেশনাল হিসেবে বিচরণ করেছেন তিনি। আর এজন্য তিনি গত কয়েক বছরে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এবং এখনও করছেন। বর্তমানে তিনি এডোবি ফটোশপ, কোরাল ড্র, থ্রিডি ষ্টুডিও ম্যাক্স, ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ, ম্যাক্রোমিডিয়া ডিরেক্টর, এডোবি প্রিমিয়ার ও সাউন্ড ফোর্স প্রো সফটওয়্যারগুলো নিয়মিত ব্যবহার করেন, তার কাজের প্রয়োজন অনুসারে।
তরুণ প্রজন্মের যারা মাল্টিমিডিয়ায় ক্যারিয়ার গড়তে চান তাদের উদ্দেশ্যে শামীম আহম্মেদ বলেন ঃ নতুনদের অবশ্যই সৃজনশীল চিন্তাধারা থাকতে হবে। সেই সাথে প্রচুর অনুশীলন করতে হবে।

❑ তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা নিয়ে বই

সারা পৃথিবীর সামনে গর্ব করা যায় সেরকম প্রতিযোগিতায় আমাদের অংশগ্রহণের উদাহরণ খুব বেশী নেই। তবে আশার কথা এই যে, বর্তমানে আমাদের দেশের ছাত্রদের মধ্যে কম্পিউটার প্রতিযোগিতা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

আর এই জনপ্রিয়তার নেপথ্যে রয়েছে আমাদের ছাত্রদের উৎসাহ, প্রশংসনীয় কম্পিউটার মেধা এবং সর্বোপরি বেশ কিছু উজ্জ্বল সাফল্য। আঞ্চলিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ছাত্ররা ইরান, ভারত, সিঙ্গাপুর এবং কোরিয়াতে অংশগ্রহণ করেছে।
দুইটি জাতীয় প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আর এই ধারাকে বেগবান করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ কায়কোবাদ। নিজেদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত করে তিনি প্রতিবারই বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাচ্ছেন।
২০০০ সালে আমাদের দেশের প্রতিযোগীরা এসিএম-এর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপে একাদশ স্থান লাভ করে। ডঃ মোহাম্মদ কায়কোবাদ তার অভিজ্ঞতা শোনানোর জন্য "কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ও বাংলাদেশ" শীর্ষক বইটি লিখেছেন। বইটিতে কম্পিউটার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ইতিহাস, কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্র, এসিএমসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের আকর্ষণীয় বর্ণনা রয়েছে।
বইটির শেষাংশে প্রয়োজনীয় একটি সূচীপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সঙ্কলনটি পড়ে আমাদের ছাত্র-শিক্ষক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বাংলাদেশের তরুণদের ধারাবাহিক সাফল্যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হবেন। বইটি প্রকাশ করেছে ভয়েজার প্রকাশনী। বইটির মূল্য ১২৫ টাকা।

❑ গ্রন্থনা ঃ মুসাদ্দিকা আহমেদ

জব সার্চ

তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক চাকুরী

১. পদের নাম ঃ কম্পিউটার প্রোগ্রামার
যোগ্যতাঃ গ্রাজুয়েট/ কম্পিউটার সাইন্সে ডিপ্লোমাসহ দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এসকিউএল সার্ভার/ ওরাকল এ দক্ষতা আবশ্যক। যোগাযোগের শেষ তারিখঃ ১৫/৮/২০০২। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড, হাউজ নং-৩৬, রোড নং-১১৫, গুলশান, ঢাকা-১২১২। ফোনঃ ৮৮২৪৫৪৯.
(তথ্যসূত্রঃ ৫ই আগষ্ট, দৈনিক ইত্তেফাক)
২. পদের নামঃ সিষ্টেম সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার
যোগ্যতাঃ কম্পিউটার গ্রাজুয়েট। নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
যোগাযোগের শেষ তারিখঃ ১৯/৮/২০০২, যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ডট কম লিমিটেড, আলনাহিয়ান ট্রাষ্ট লিমিটেড, হাউজ নং-২, স্যুইট নং থ্রি জি, রোড নং-১৭, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
(তথ্যসূত্র ঃ ৯ই আগষ্ট, দৈনিক ইত্তেফাক)
৩. পদের নামঃ ওয়েবসাইট সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার
যোগ্যতাঃ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার/ কম্পিউটার সাইন্সে গ্রাজুয়েট। ওয়েভ ডিজাইনিং দক্ষতা থাকতে হবে। যোগাযোগের শেষ তারিখঃ ২০/৮/২০০২, যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সেক্রেটারী, বিজিএমইএ, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫।
৪. পদের নামঃ কম্পিউটার অপারেটর
যোগ্যতাঃ এইচএসসি/ স্নাতক। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, এক্সেস, ইমেইল, ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। যোগাযোগের শেষ তারিখঃ ২০/০৮/২০০২, যোগাযোগের ঠিকানাঃ মহাব্যবস্থাপক, রেইনবো এক্সপ্রেস পার্সেল সার্ভিসেস লিমিটেড, ১৮৫ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
(তথ্যসূত্রঃ ২রা আগষ্ট, দৈনিক ইত্তেফাক)